কালের কণ্ঠ

তারিখ 11 DEC 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ২

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র নিয়ে অনেক প্রশ্ন

শাহাদাত হোসাইন তিমির, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১৬-১৭ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির ভর্তি পরীক্ষা গত রবিবার শুরু হয়ে বুধবার শেষ হয়েছে। চার দিনব্যাপী এবারের ভর্তি পরীক্ষায় কোনো জালিয়াতির ঘটনা জানা যায়নি। তবে আট ইউনিটের মধ্যে কয়েকটিতে ভুল ও নিয়মবহির্ভূত প্রশ্ন করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্তে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন একটি কমিটি গঠন করেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এর আগে ২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবুল হোসেনসহ ইবির গণিত বিভাগের রিপন ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের শ্যামল নামের এক শিক্ষার্থীকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিলেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ছাড়া জালিয়াত চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের দুই শিক্ষার্থী সাজ্জাদ, শরীফসহ সজল কুমার নামের এক কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করে প্রশাসন।

সূত্রমতে, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষায় এবার জালিয়াতির কোনো ঘটনা ঘটেনি। তবে বিভিন্ন ইউনিটের প্রশ্নপত্রে ব্যাপক অসংগতি ছিল। 'বি', 'এইচ' এবং 'ডি' ইউনিটের প্রশ্নে বড় ধরনের অসংগতি দেখা গেছে। মানবিক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদভুক্ত 'বি' ইউনিটের প্রশ্নে ইংরেজি থেকে ৩০টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। বিগত বছরগুলোতে গ্রামার অংশ থেকে ২০টির অধিক প্রশ্ন থাকলেও এ বছরের প্রশ্নে তা ছিল না। প্রতি শিফটে সাহিত্য থেকে ১৫-১৭টি করে প্রশ্ন করা হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, সাহিত্য পড়ানো হয় অনার্স পর্যায়ে। এমন প্রশ্ন করায় হয়তো বিশেষ একটি মহল বা আঞ্চলিক শিক্ষার্থীরা সুবিধা পাবে। এ মন্তব্যের মধ্য দিয়ে ইউনিট সদস্যদের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সন্দেহের তীর ছুড়ে দেওয়া হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইংরেজি বিভাগের এক শিক্ষক বলেন, স্বাভাবিকভাবে ৯০ শতাংশ প্রশ্ন গ্রামার থেকে করা হয় এবং বাকি ১০ শতাংশ সাহিত্য বা অন্যান্য বিষয় থেকে। এবার এর ব্যতিক্রম হয়েছে। বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।

এদিকে প্রথম শিফটে আইন ও শরিয়াহ অনুষদভুক্ত 'এইচ' ইউনিটের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর 'এইচ' ইউনিটের প্রশ্নে ২১টি ভুল ছিল। এর মধ্যে ছিল প্রশ্নে ভুল, বানান ভুল, বিরাম চিহ্ন ব্যবহারে ভুল। ইউনিটের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে একরাতে প্রশ্ন করায় এমনটি হয়েছে বলে দাবি করেছেন আইন ও শরিয়াহ অনুষদের ডিন এবং 'এইচ' ইউনিটের সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. নুরুন নাহার।

এ ছাড়া তৃতীয় দিনের চতুর্থ শিফটে ফলিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি অনুষদভুক্ত 'ডি' ইউনিটের প্রশ্নে 'বি' সেটে ইংরেজির ১০টি এবং রসায়নের ৯টি মিলিয়ে ১৯টি প্রশ্ন ছিল না। এর পরিবর্তে রসায়নের ২১টি প্রশ্নে পুনরাবৃত্তি হয়েছে। পরীক্ষার ১০-১৫ মিনিট পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন প্রশ্নের বাকি অংশ ফটোকপি করে ভর্তীচ্ছুদের মাঝে বিতরণ করে। ইউনিট সমন্বয়কারী ও সদস্যরা প্রশ্নপত্রের এসব ভুলকে ছাপার ভুল বললেও তা মানতে নারাজ শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। 'ডি' ইউনিটের প্রশ্নে অসংগতির বিষয়টি খতিয়ে দেখার জন্য কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. সেলিম তোহাকে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

'ডি' ইউনিটের সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. শামসুল আলম বলেন, 'আমাদের অজান্তেই ভুলটি হয়ে গেছে। পরে কম্পিউটারে থাকা কপি থেকে প্রিন্ট করে পরীক্ষার্থীদের সংশোধিত প্রশ্ন সরবরাহ করা হয়েছে।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ শিক্ষক বলেন, ইউনিট সমন্বয়কারী বা সদস্যদের কাছে এত বড় ভুল প্রত্যাশিত নয়। দায়িত্বে অবহেলার কারণে এমনটি হয়ে থাকলে তা কঠোরভাবে দেখা প্রয়োজন।

এ বিষয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. হারুন উর রশিদ আসকারী বলেন, 'আমরা যেভাবে ভর্তি পরীক্ষা সম্পন্ন করার পরিকল্পনা করেছিলাম, তাতে সফল হয়েছি। তবে কিছু অসংগতি দেখা গেছে, যা নিরসনের চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে আমরা তদন্ত কমিটি গঠন করেছি। প্রশাসনের অগোচরে যদি কেউ অসদুপায়ে ভর্তি হয়, বিষয়টি প্রমাণিত হলে তার ছাত্রত্ব বাতিল করে শাস্তির আওতায় আনা হবে।'